নাগরিক আকাঙ্ক্ষা: ২০২১ সালে কেমন বাংলাদেশ চাই

রক্তক্ষয়ী ও গরিমাদীপ্ত মুক্তিযুদ্ধের ভেতর দিয়ে একটি গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক ও বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন নিয়ে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের জন্ম হয়। তার পর ৩৫ বছরে দেশে নানা উত্থান-পতন হয়েছে। আমাদের একদিকে রয়েছে উল্লেখযোগ্য বেশ কিছু আর্থ-সামাজিক অর্জন, অন্যদিকে আবার হারানো সম্ভাবনার আখ্যান—সব মিলিয়ে আমরা এক ক্রান্তিলগ্নে এসে পৌঁছেছি। এখন সব শক্তির সমন্বয় করে আরেকবার ভবিষ্যতের দিকে তাকানো প্রয়োজন। গত দেড় দশকের গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন জাগে, ১৫ বছর পর বাংলাদেশের চেহারা কেমন দাঁড়াবে? দেশের সংবিধানে প্রদত্ত মৌলিক অধিকারগুলি আমাদের জীবনে কবে অর্থপূর্ণ হয়ে উঠবে? এ প্রশ্নগুলি সামনে রেখেই স্বাধীনতার অর্ধ শতাব্দী পর (২০২১ সালে) বাংলাদেশের কাঙ্ক্ষিত রূপ সম্পর্কে **নাগরিক আকাঙ্ক্ষার** একটি প্রাথমিক তালিকা আলোচনার জন্যে নীচে তুলে ধরা হল। এ তালিকা বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি ও সংবিধানের বিভিন্ন নির্দেশনার ভিত্তিতে *নাগরিক কমিটি* ২০০৬ প্রণয়ন করেছে। এটি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সাজানো নয়, অনেক ক্ষেত্রে হয়তো একাধিক আকাঙ্ক্ষা একত্রে বাস্তবায়ন করা না গেলে বাঞ্ছিত সাফল্যও আসবে না। পরবর্তীকালে এ নাগরিক আকাঙ্ক্ষার ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের জন্যে একটি **উন্নয়ন রূপকল্প** ও সেটি **বাস্তবায়নের সুচারু পদক্ষেপগুলি** রচনা করা হবে।

১. দারিদ্র্যমুক্ত এবং আয়, সম্পদ ও সুযোগের ক্ষেত্রে বৈষম্যহীন সমাজব্যবস্থা
২. জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে নারী-পুরুষের সমত্ব
৩. ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও আদিবাসীদের সম-অধিকার। আদিবাসীদের ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশ
৪. সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের অবসান এবং জননিরাপত্তা
৫. প্রকাশ্যভাবে রাজনৈতিক প্রতিবাদের অধিকার ও জবরদস্তিমূলক-হরতালমুক্ত জনজীবন
৬. কালো টাকা ও পেশিশক্তির প্রভাব মুক্ত, যোগ্য নেতৃত্বাধীন নীতিনিষ্ঠ গণতান্ত্রিক রাজনীতি এবং কার্যকর সংসদ
৭. দলীয় প্রভাবমুক্ত, জবাবদিহিমূলক, নির্ভরযোগ্য ও উদ্যোগী আধুনিক জনপ্রশাসন
৮. সংবিধানের ভিত্তিতে পৃথকীকৃত বিচারবিভাগ এবং কার্যকর ও নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত আইনের শাসন
৯. প্রতিনিধিত্বশীল ও কার্যকর স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা
১০. সামাজিকভাবে দায়বদ্ধ ব্যক্তিখাতের বিনিয়োগের ভিত্তিতে অর্জিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি
১১. কৃষি ও গ্রামীণ অকৃষি খাতের ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়নের মাধ্যমে জীববৈচিত্র্য রক্ষা ও গ্রামীণ অর্থনীতির টেকসই বিকাশ
১২. মানসম্পন্ন, একীভূত ও অসাম্প্রদায়িক শিক্ষাব্যবস্থা
১৩. তথ্য ও অন্যান্য প্রযুক্তির সম্প্রসারণের মাধ্যমে রূপান্তরিত অর্থনীতি
১৪. সবার জন্য খাদ্য নিরাপত্তা ও বছরের নির্দিষ্ট সময়ে দেশের চিহ্নিত এলাকায় সমাজের দুর্বল জনগোষ্ঠীর জন্য ন্যূনতম নিশ্চিত কর্মসংস্থান
১৫. সবার জন্য নিশ্চিত স্বাস্থ্য সেবা ও জনসংখ্যাবৃদ্ধি রোধে সমন্বিত পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি
১৬. প্রবীণদের নিশ্চিত জীবনমান। প্রতিবন্ধী ও অন্যান্য অসুবিধাগ্রস্থ জনগোষ্ঠীর জন্য সামাজিক নিরাপত্তা
১৭. শিশু-শ্রম, শিশু-পাচারের অবসান এবং শিশুদের বিকাশে গৃহীত সর্বাত্মক কর্মসূচি
১৮. গ্যাস, কয়লাসহ সব প্রাকৃতিক সম্পদ জাতীয় স্বার্থের ভিত্তিতে ব্যবহার
১৯. পরিবেশ সংরক্ষণ এবং পল্লী ও নগরের ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়ন
২০. রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে জনগণের তথ্য পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করার মধ্য দিয়ে তথ্যভিত্তিক ক্ষমতায়ন
২১. আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক অর্থনীতির সাথে কার্যকর ও ভারসাম্যপূর্ণ সংযোগ
২২. প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় সক্ষম আধুনিক ও শক্তিশালী দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

এ তালিকার ওপর আপনার সম্মতি, সংশোধনী ও পরিমার্জনা সংবলিত মতামত নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রেরণ করুন। ধন্যবাদ।

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)
বাড়ি ৪০সি, সড়ক ১১ (নতুন), ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন (৮৮০২) ৯১৪৫০৯০, ৯১৪১৭৩৪, ৯১৪১৭০৩; ফ্যাক্স (৮৮০২) ৮১৩০৯৫১
ইমেইল election07@cpd-bangladesh.org; ওয়েবসাইট www.cpd-bangladesh.org